যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ৩০/০৯/২০২১ (পৃঃ ০৩)

দেশে জনসংখ্যা ও চালের চাহিদার সঠিক পরিসংখ্যান নেই : কৃষিমন্ত্রী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী ডক্টর মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে দেশে চালের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। গড় উৎপাদনও বেড়েছে। এখন দেশে প্রতি শতাংশ জমিতে এক মণ করে ধান উৎপাদন হয়।

বুধবার ঢাকার ফার্মগেটে বিএআরসি মিলনায়তনে 'ফার্ম সেক্টর অব বাংলাদেশ : প্রসপেক্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ফোরাম ফর ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন অন এগ্রিকালচার (ফিডা) ও সিনজেন্টা বাংলাদেশ লি. এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ডক্টর মো. আব্দুর রাজ্জাক

কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কৃষিকে বাণিজ্যিক, আধুনিক ও লাভজনক করতে চাই। যে যেভাবে পারছে দেশের বাইরে থেকে নতুন ধরনের ফসলের জাত নিয়ে আসছে ও চাষ করছে। এটিকে আমরা উৎসাহ দেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে দেশে এসব ফসল চাষে কোনো ঝুঁকি বা স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে কি-না। এসব ফসল চাষ আদৌ আমাদের প্রয়োজন আছে কি-না।'

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, 'রেকর্ড উৎপাদনের পরও চাল আমদানি করতে হচ্ছে নানা কারণে। দেশে জনসংখ্যা ও চালের চাহিদার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। অন্যদিকে বছর বছর জনসংখ্যা বাড়ছে, চাষের জমি কমছে। অন্যান্য ফসলের চাষেও জমি ব্যবহার হচ্ছে। দেশে বছরে এখন ৬০ লাখ টন ভুট্টা উৎপাদন হচ্ছে। আগে যে ক্ষেতে ধানের চাষ হতো সেখানেই ভুট্টা চাষ হচ্ছে। একই সঙ্গে, চালের নন-ইউম্যান কনজামশন অনেক বেড়েছে। মাছ, পোলট্রি, প্রাণী খাদ্য ও স্টার্চ হিসেবে চালের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসবমিলে দেশে চালের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।'

ফিডার সভাপতি রিয়াজ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ, বারির মহাপরিচালক নাজিরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক মনিরুল আলম, ফিডার সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন বাকু, ফিডার সদস্য কাউসার রহমান, সিনজেন্টার ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।